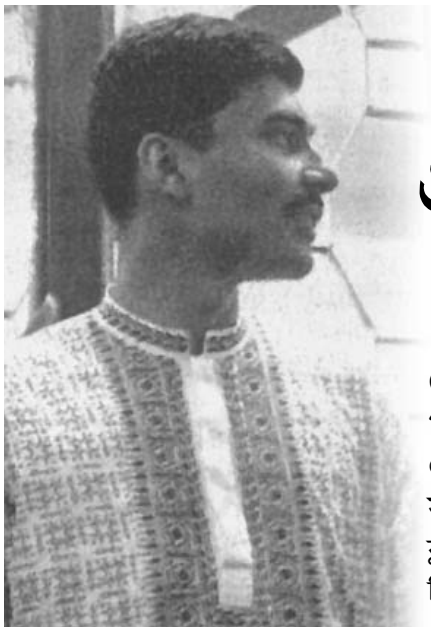

দেশের তৃতীয় গ্র্যান্ড মাস্টার এবং তার অপেক্ষা

কোনো একটা রেটিং টুর্নামেন্ট থেকে ছয় পয়েন্ট অর্জন করলেই হলো। নিয়াজ মোরশেদ এবং জিয়াউর রহমানের পর রিফাত বিন সাত্তার তখন হেঁটে চলবেন দাবার এলিট ক্লাবের পথ ধরে...

লিখেছেন **সজল জাহিদ**

পেছনের সব ব্যর্থতা আর অপ্রাপ্তিকে বাতিলের খাতায় ফেলে গ্র্যান্ড মাস্টার হওয়ার শেষ নর্মটি ছুঁয়ে ফেললেন রিফাত বিন সাত্তার। বৈশাখের পহেলা দিনেই সাফল্যের হালখাতা খুললেন তিনি। তাতে শেষ হলো অনেক দিনের অপেক্ষা। প্রতীক্ষার জ্বালা থেকে মুক্তি পেল দাবা ফেডারেশন। একই সঙ্গে গোটা দেশের দাবাপ্রেমীরাও। মঙ্গল শোভাযাত্রার দিনে মঙ্গলকেই দেখিয়ে দিলেন রিফাত। তিন নম্বর নর্মটি অর্জন করে গ্র্যান্ড মাস্টার হওয়ার ক্ষেত্রে বড় হার্ডলটি পেরুলেন তিনি। তবে আত্মতৃপ্তির ঢেঁকুর এখনই তুলতে পারছেন না কেউ। প্রয়োজনীয় রেটিং না থাকায় ঠিক এখনই নামের আগে 'গ্র্যান্ড মাস্টার' খেতাবটি যোগ করতে পারছেন না রিফাত। কাঙ্ক্ষিত এই খেতাবটির জন্যে তাকে অপেক্ষা করতে হবে আরও কিছু দিন। নর্মের পাশাপাশি গ্র্যান্ড মাস্টার হওয়ার জন্যে রেটিংয়ের একটা হিসাবও আছে। সেখানে এখনও খানিকটা পিছিয়ে রিফাত। তবে কোনো একটা রেটিং টুর্নামেন্ট থেকে ছয় পয়েন্ট অর্জন করলেই হলো। অবশ্য তার পরও থাকবে খানিকটা আনুষ্ঠানিকতা। আন্তর্জাতিক দাবা ফেডারেশনের (ফিদা) কাছ থেকে নিতে হবে অনুমোদনও। নিয়াজ মোরশেদ এবং জিয়াউর রহমানের পর তিনিও তখন হেঁটে চলবেন দাবার এলিট ক্লাবের পথ ধরে।

শেষ দুই বছর ধরে 'হচ্ছি-হবে' করেও গ্র্যান্ড মাস্টার হওয়ার শেষ নর্মটি অর্জনের খাতায় যোগ করতে পারছিলেন না। বেশ কয়েকবার খুব কাছাকাছি গিয়েও ব্যর্থ হয়েছেন তিনি। কিন্তু সপ্তম ইউনাইটেড ইন্স্যুরেন্স এন্ড ইউনাইটেড লিজিং গ্র্যান্ডমাস্টার্স দাবা টুর্নামেন্টে নেমেছিলেন অন্য প্রতিজ্ঞা নিয়ে। 'হতেই হবে'-দৃঢ়তা ছিল সবটাতেই। শুরুটাও হয়েছিল অনেক ভালো। তবে এমন শুরু তো এর আগে অনেকবারই করেছেন রিফাত। গত বছরই তিনবার সুযোগের কাছাকাছি গিয়েও তা ছুঁতে পারেননি তিনি। এশিয়ান জোনাল দাবার পর দেশে অনুষ্ঠিত লিওনাইন দাবা এবং বিশ্ব দাবা অলিম্পিয়াড; সব জায়গা থেকে তাকে ফিরতে হয়েছে সাফল্যের খাতায় দাগ না কেটেই। 'তৃতীয় নর্মটি অর্জনের অন্তত পাঁচ/ছয়টি সহজ সুযোগ ছিল আমার সামনে। কিন্তু একবারও শেষটায় হাসতে পারিনি।' তার আগেও প্রথম এবং দ্বিতীয় নর্ম অর্জনেও কয়েক দফায় ব্যর্থ হয়েছেন রিফাত। চার বছর আগে মাদ্রাজে পেন্টা মিডিয়া গ্র্যান্ড মাস্টার দাবায় প্রথম নর্ম অর্জনের নিশ্চিত সুযোগ হাতছাড়া করেন শেষ ম্যাচ হেরে। ওই ম্যাচে ড্র করলেই একটি নর্ম যুক্ত হতো তার নামের সঙ্গে। হাতছাড়া হয় ওই বছরের এশিয়ান জোনালের দ্বিতীয় নর্ম অর্জনের সুযোগও। কিন্তু বারবারই কেন ব্যর্থতা পেছন থেকে এমন করে কামড়ে ধরছিল তাকে? উত্তর দিলেন নিজেই। 'আসলে দাবাতে কখনোই ফুলটাইম মনোযোগ দিতে পারিনি। পেটের দায়েই কাজ করতে হয়েছে। তাতে প্রচন্ড ইচ্ছাশক্তি কাজ করার পরও দাবাকে দ্বিতীয় বিবেচনায় রাখতে হয়েছে।' এ কারণেই হয়তো শতভাগ আত্মবিশ্বাসের মাঝেও এবার ছিল খানিকটা দুর দুর আবহ। শেষ দুই ম্যাচের যে কোনো একটাতে জিতলেই হবে। হিসাবটা এতোটাই হাতের নাগালে নিয়ে আসেন তিনি। ১৩ এপ্রিল বুধবার উজবেক গ্র্যান্ড মাস্টার আলেকজান্ডারের সঙ্গে জিততে জিততে ড্র করেন। সাফল্যের পাখনায় নতুন পালক যোগ করতে গিয়েও থমকে যেতে হয় তাকে। তাতে পরের দিনে জয় হয়ে পড়ে অবধারিত। রাশিয়ান গ্র্যান্ড মাস্টার সাফিন শুকরাতকে হারাতে হবে যে কোনো মূল্যে। তাতেই অধরা সাফল্য চলে আসে হাতের তালুর মধ্যে। সোয়া তিন ঘন্টা সময় ব্যয় করে চিন্তার মারপ্যাচে শুকরাতকে চারদিক দিয়েই বন্দি করে ফেলেন তিনি। ততক্ষণে রিফাতের মনের আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে ভিন্ন নেশার মাদকতা।

কালো নিয়ে খেলতে শুরু করায় প্রথম থেকেই খানিকটা ব্যাকফুটে ছিলেন রিফাতই। তারপরও সাফল্যের রেখা ঊর্ধ্বগামী রাখলেন তিনি। 'কালো নিয়ে খেললেও সমস্যার কিছুই ছিল না। আমি খুবই আত্মবিশ্বাসী ছিলাম।' নিয়াজ মোরশেদ এবং জিয়াউর রহমানের পর তৃতীয় গ্র্যান্ড মাস্টার হওয়ার পথ পরিষ্কার করে নিলেন সেই আত্মবিশ্বাসের জোরেই। নতুন বছরের প্রথম দিনে মা-মেয়ে আর প্রিয়তমা স্ত্রী'র অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা নিবৃত করতেই ফেডারেশনে এসেছিলেন রিফাত। ম্যাচ জয়ের পর স্ত্রী, বাবা-মা এবং শ্বশুর-শাশুড়িকে ফোন করার পাশাপাশি এক বছর চার মাসের মেয়ে মুশারমিতার নামে উৎসর্গ করলেন নিজের অর্জনকে।

গ্র্যান্ড মাস্টার হওয়ার শেষ নর্মটি অর্জন করলেও ফিদা'র কাছ থেকে অনুমোদন নিতে হবে রিফাতকে। ফিদা একই সঙ্গে রিফাতের অর্জিত আগের নর্মগুলোর কাগজপত্র যেমন পরীক্ষা করে দেখবে তেমনি তার আগে আরও একটি শর্ত পূরণ করতে হবে এরই মধ্যে। নিজের রেটিং ২৫'শ-তে উত্তীর্ণ করতে হবে। কাজটা রিফাতের জন্যে খুব একটা কঠিন হবে না। রিফাত নিজেও জানেন। 'এটা কোনো ব্যপারই না। যে কোনো সময়ই রেটিং বাড়িয়ে নেয়া যাবে।' আর এ কারণেই এরই মধ্যে কেউ কেউ তাকে গ্র্যান্ড মাস্টার ডেকে বসলেও

তিনি তাতে বাধা দিচ্ছেন না। শুনতে পুলকই অনুভব করছেন হয়তো। ইউনাইটেড ইন্স্যুরেন্স দাবা টুর্নামেন্টে অংশ নেয়ার আগে রিফাতের রেটিং ছিল ২ হাজার ৪৭৩। টুর্নামেন্টের অর্জন হিসেবে তার খাতায় প্রাপ্তি যোগ হবে আরও ২১ পয়েন্ট। সব মিলে রেটিং চলে যাবে ২ হাজার ৪৯৪-এ। যেকোনো টুর্নামেন্ট থেকে বাকি ছয় পয়েন্ট তুলে নিতে পারলেই হলো। দেশের তৃতীয় গ্র্যান্ড মাস্টার হওয়ার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেয়ে যাবেন। গ্র্যান্ড মাস্টার নর্ম না পেলেও কেরিয়ারে আগে কখনো যদি একবারের জন্যেও রিফাত ২ হাজার ৫০০ রেটিং অতিক্রম করতে পারতেন, তাহলেও কোনো চিন্তা ছিল না। খেতাবটা এখনই উদ্‌যাপন করতে পারতেন তিনি। দেশের প্রথম বা দ্বিতীয় গ্র্যান্ড মাস্টার নিয়াজ বা জিয়া'র ক্ষেত্রে অবশ্য এমনটা ঘটেনি। তবে সময়ের অপেক্ষা তাদের জন্যেও ছিল। রেটিংয়ের শর্ত পূরণের পরও রিফাতের ক্ষেত্রেও এমন অপেক্ষার ব্যাপারটা ঘটবে। ফিদা'র অনুমোদনের জন্যেই এই অপেক্ষা। তবে অপেক্ষার যন্ত্রণা ব্যাপ্তি যতটা কম করা যায় ততোটা কম করার পক্ষে রিফাত। জুলাই মাসের পাঁচ তারিখ থেকে ভারতে বসবে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের আসর। গ্র্যান্ড মাস্টারের নর্ম পেয়েও আন্তর্জাতিক মাস্টার থেকে যাওয়া রিফাত চান ঐ টুর্নামেন্টে অংশ নিয়েই প্রয়োজনীয় বাকি রেটিংটা নিজের অ্যাকাউন্টে জমা করতে। নামের আগে 'আন্তর্জাতিক মাস্টার' আর ভালো শোনাচ্ছে না তার কাছে।

ছয়বারের জাতীয় চ্যাম্পিয়ন রিফাত ২০০২ সালের এপ্রিলে নিউ হোয়াইট প্লাস টুর্নামেন্ট থেকে গ্র্যান্ড মাস্টারের প্রথম নর্মটি অর্জন করেন। দ্বিতীয় নর্মটির জন্যে তাকে আরও এক বছর অপেক্ষা করতে হয়। পরের বছর লিওনাইন গ্র্যান্ড মাস্টার টুর্নামেন্ট থেকে পান দ্বিতীয় নর্ম। আর তারও দু'বছরের ব্যবধানে পেলেন তৃতীয় নর্ম। তৃতীয় নর্মটি পেতে সময়টা একটু বেশি হয়ে গেল না কি? বললেন, 'আমি স্বভাবজাতভাবে খুবই আক্রমণাত্মক খেলোয়াড়। এতে যেটা হয়, তাড়াতাড়ি প্রতিপক্ষকে হারানো যেমন সম্ভব হয়, তেমনি উল্টো নিজে হেরে যাওয়ার আশঙ্কাও থাকে। আমার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সময়েই এটা ব্যাকফায়ার করেছে।' রিফাতের সমসাময়িক খেলা শুরু করেই তিন বছর আগে গ্র্যান্ড মাস্টার খেতাব জিতে নেয়া জিয়াও প্রিয় বন্ধু সম্পর্কে একই সুরের খেলা খেললেন। 'আরও আগে খেতাবটা অর্জন করতে পারতও। রিফাতের অতি আক্রমণাত্মকতার কারণেই সময় মতো সাফল্য ধরা দেয়নি।' অতি আক্রমণাত্মকতাই যদি বারবার তার বিপদের কারণ হয় তবে খেলার ধরন বদলালেন না কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে এক গাল হাসলেন শুধু। তাছাড়া দাবায় পেশাদারিত্ব না থাকায় শুধু দাবা নিয়ে পড়ে থাকার সুযোগ নেই বলে দাবা নিয়ে রিফাত অতোটা সিরিয়াস কখনোই ছিলেন না। এই বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়েছেন গ্র্যান্ড মাস্টারের খাতায় নাম তুলতে যাওয়া রিফাত।

শেষ দুই বছর ধরে 'হচ্ছি-হবে' করেও গ্র্যান্ড মাস্টার হওয়ার শেষ নর্মটি অর্জনের খাতায় যোগ করতে পারছিলেন না। বেশ কয়েকবার খুব কাছাকাছি গিয়েও ব্যর্থ হয়েছেন তিনি। কিন্তু সপ্তম ইউনাইটেড ইন্স্যুরেন্স এন্ড ইউনাইটেড লিজিং গ্র্যান্ডমাস্টার্স দাবা টুর্নামেন্টে নেমেছিলেন অন্য প্রতিজ্ঞা নিয়ে। 'হতেই হবে'-দৃঢ়তা ছিল সবটাতেই

১৯৮৭ সালে উপমহাদেশের প্রথম গ্র্যান্ড মাস্টার খেতাব জেতেন নিয়াজ মোরশেদ। নিয়াজের সঙ্গে জিয়ার সময়ের ব্যবধান ছিল অনেক। রিফাত ততোটা বিরতি দেননি। তবে রিফাতের ক্ষেত্রে অন্য দু'জনের তুলনায় একটা ব্যতিক্রম আছে। নিয়াজ এবং জিয়া দু'জনেই তাদের তিনটি নর্ম অর্জন করেছিলেন বিদেশী টুর্নামেন্ট থেকে। তাদের কাজটা স্বভাবতই ছিল অনেকটা কঠিন। সে সব বিবেচনা অবশ্য রিফাতের কাছে মুখ্য নয়। এই প্রশ্ন গ্রহণযোগ্য নয় দাবা ফেডারেশনের কাছেও। তবে পরিশুদ্ধবাদীদের বুকে এটা নিয়ে এক ধরনের খচখচানি থেকেই যায়। আর দেশে একসঙ্গে তিনজন গ্র্যান্ড মাস্টার থাকায় পরবর্তী খেলোয়াড়দের নর্ম অর্জন যেমন সহজ হবে, তেমনি রেটিংও আসবে তাড়াতাড়ি। ভারত বাংলাদেশের পরে গ্র্যান্ড মাস্টারশিপ অর্জন করেও এই পদ্ধতিতেই একে একে এগারোজনকে গ্র্যান্ড মাস্টার করে নিয়েছে। পিছিয়ে থেকেছি কেবল আমরা। রিফাতের বিবেচনায়, এখন থেকে আমাদের কেবলই এগিয়ে যাবার সময়।

ইউনাইটেড ইন্স্যুরেন্স এন্ড ইউনাইটেড লিজিং গ্র্যান্ড মাস্টার দাবার চ্যাম্পিয়ন হওয়া ভারতীয় জিএম সূর্য শেখর গাঙ্গুলিও রিফাতের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। 'রিফাত ভাই আরও আগেই গ্র্যান্ড মাস্টার হওয়ার দাবিদার ছিল। একটু বেশি সময় নিয়ে ফেলল এই আর কি। তারপরও উপমহাদেশ থেকে আরও একজন গ্র্যান্ড মাস্টার বেরুলো। এটা অবশ্যই আমাদের জন্যে আনন্দের সংবাদ।' এই আসরে কেবল গাঙ্গুলির কাছেই হেরেছেন রিফাত। দ্বিতীয় স্থান নিশ্চিত হয়েছে গাঙ্গুলির পর থেকেই। টুর্নামেন্টে পাঁচ গ্র্যান্ড মাস্টারের মোকাবেলায় হারিয়েছেন জিয়া আর সাফিন শুকরাতকে। অন্য দুই গ্র্যান্ড মাস্টার সাইদালি এবং আলেকজান্ডার ফমিনার সঙ্গে করেছেন ড্র। জিএম নর্ম অর্জনের পর দাবা নিয়ে রিফাতের পরিকল্পনা ২৬'শ রেটিং অর্জন করা। পাশাপাশি দেশের দাবার জন্যেও কিছু একটা করতে চান তিনি। সেটা কিভাবে? 'তরুণ দাবাড়ুদের প্রশিক্ষণের কাজে লাগতে পারি আমরা। ফেডারেশন আমাদের কিভাবে ব্যবহার করবে সেটা একটা বড় প্রশ্ন।' রিফাতের বিবেচনায় রাকিব, রাজীব দু'জনই গ্র্যান্ড মাস্টার হওয়ার পাইপলাইনে রয়েছেন। নাসিরকেও বিবেচনায় রাখতে চান তিনি। তবে বাংলাদেশের দাবা পিছিয়ে থাকার পেছনে রিফাতের মনে হয়েছে, টুর্নামেন্ট কম হওয়াই সবচেয়ে বড় কারণ। 'স্পন্সরশিপও একটা ফ্যাক্টর। তবে পর্যাপ্ত টুর্নামেন্ট হলে আরও ছয়/সাত বছর আগেই গ্র্যান্ড মাস্টার হয়ে যেতে পারতাম। এখন লড়তে পারতাম সুপার গ্র্যান্ড মাস্টার হওয়ার লড়াইয়ে।'

'৮২ সালে কিশোর দাবার মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক দাবায় হাতেখড়ি রিফাতের। সেবার বুয়েটে আয়োজিত 'মুফতি দাবা'য় নিয়াজ মোরশেদের সঙ্গে ড্র করেন রিফাত। সবার নজরে আসেন তখনই। '৮৪ সালে স্কুল দাবায় অভিষেক। সাফল্যের ধারাবাহিকতায় '৮৬ সালে সাব-জুনিয়রে চ্যাম্পিয়ন হন। ১৫ বছর বয়সে '৮৯ সালে ফিদে মাস্টার খেতাব অর্জন করেন। '৯৪ সালে নামের পাশে যুক্ত হয় আন্তর্জাতিক মাস্টার খেতাব। ওই সময়ই টানা তিন বছর জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হন রিফাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের গন্ডিও পেরোন একই সময়ে। ততো দিনে কাজের ব্যস্ততা বেড়েছে। সেভ দ্য চিল্ড্রেনে প্রোজেক্ট ম্যানেজার হিসেবে সাফল্য পেতে শুরু করেছেন। দাবার কোর্টে রিফাতের সাফল্যে আসতে শুরু করে ভাটির টান। কিন্তু এই টানাটানির মাঝেও শেষ পর্যন্ত জয় হলো রিফাতেরই। জয় হলো বাংলাদেশের দাবার। তবে জয়ের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার জন্যে অপেক্ষাটাও থাকছে সংযুক্তি হয়ে।